মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

১.১ **দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ বলা হয়েছে যে পরিকল্পিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতের কৌশল হবে জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ কর্মক্ষম জনসংখ্যা (১৫-৬৪ বছর বয়সী) বৃদ্ধি থেকে উন্নয়ন লভ্যাংশ আদায় করাকে এ পরিকল্পনায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে চলমান জনমিতিক রূপান্তর প্রক্রিয়াকে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট বয়সের কর্মক্ষম জনসাধারণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু বড় সাফল্য অর্জন করেছে। মাধ্যমিক স্তরে এদেশে ভর্তির হার ৬১.২৭। এছাড়া, মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৫.২:৫৪.৮। শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ-উন্নয়ন, ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা, মেধার বিকাশে অন্যান্য নানারূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকার সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্ধারিত টার্গেট অর্জন করতে সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এখন উচ্চশিক্ষারও প্রসার হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে এখন দেশে প্রায় দেড়শত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাফল্য সত্বেও নানা চ্যালেঞ্জ এখনো বর্তমান। যুগোপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম প্রস্তুত, শিক্ষাক্ষেত্রে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, দক্ষ, মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক সৃষ্টি এখনো আমাদের চ্যালেঞ্জ। সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র বা অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, অনগ্রসর অঞ্চল যেমন চর, হাওর, চা-বাগানে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কলুষমুক্ত, শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের ব্যপক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষাখাতে বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সৃজনশীল, কর্মমুখী, বিজ্ঞানধর্মী, উৎপাদন সহায়ক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষাপটে উন্নত, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা খাতের সার্বিক মান উন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে এ বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রেখেছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট জিডিপি'র শতকরা হারে প্রায় ১.০৩%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেটের শতকরা হারে এ বিভাগের বাজেট প্রায় ৫.৬৬%।

১.২ **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা হতে শুরু করে শিক্ষার উচ্চ স্তর (Tertiary level) পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নীতিকৌশল প্রণয়ন করে থাকে।

১.৩ **Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:**

- নারী ও পুরুষের জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;
- পেশাগত ডিগ্রী কোর্সে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
- গবেষণা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

- নারীদের যোগ্যতা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা;
- বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স তৈরি;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ;
- মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণি কক্ষে পাঠদানে আই.সি.টি. ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আই.সি.টি.'র বাস্তব প্রয়োগ; এবং
- শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা

- **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এ নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

  ১. নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসরণ করা;

  ২. নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত: কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা;

  ৩. কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা;

  ৪. মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

- **জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

  ১. দেশীয়, বিশ্ববাজার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

  ২. উচ্চ শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক বিভাগে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আইসিটি'র সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বিকাশমান প্রযুক্তির ওপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় অনুরূপ একটি সেন্টার উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান;

  ৩. নারী শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ক সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে সকল স্তরের সকল ধারার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।

- **বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

  ১. জনমিতিক সম্ভাবনাকে যথার্থ লভ্যাংশে রূপান্তর করার জন্য দুটি কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। তা হচ্ছে, মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি দ্রুত বিস্তার করা এবং কর্মশক্তি, বিশেষ করে নারী কর্মশক্তির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

  ২. ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাসহ প্রতিটি জেলা পর্যায়ে সরকারি মহিলা কলেজ স্থাপনে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় লৈঙ্গিক ব্যবধান অবসানের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং

  ৩. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অধিক সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এছাড়াও সকল ধরনের শিক্ষায় লৈঙ্গিক-ব্যবধান নির্মূল করা ছাড়াও ভোকেশনাল শিক্ষা ও দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে লৈঙ্গিক-ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং তা পুরোপুরি নির্মুল করা।

- **৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

  ১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও তৃতীয় পর্যায়/উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা আনয়ন করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে নারী কর্মশক্তি অংশগ্রহণের হার ৩৬%। নারীদের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, উদার শিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থায়ন প্যাকেজের প্রচলন এই দূরত্ব কমিয়ে আনতে এবং ভবিষ্যত পুরোপুরি মোচনে সহায়ক হবে; এবং

  ২. দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কলেজগুলোয় বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা-চালিত কোর্স সূচনা করা। এই কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্যই নারী শিক্ষার্থীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ

দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষাকে “দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ” গড়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সে লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি যুগোপযোগী "জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০" প্রণয়ন করেছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- **শিক্ষানীতি, ২০১০ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ তার অধীনস্ত দপ্তরসমূহকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে:**

  ১. নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা এবং নারীকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করা;

  ২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি;

  ৩. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

৪. নারীকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্তকরণ;

৫. যৌতুক প্রথা সমূলে উৎপাটন, নারী নির্যাতন বন্ধ ও সম অধিকার নিশ্চিতকরণে নারীর মধ্যে আস্থা সৃষ্টিকরণ;

৬. মহিলা শিক্ষকদের চাকুরিতে নিয়োগসহ কোন ক্ষেত্রেই বৈষম্য না রাখা;

৭. সম যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ

৪.১ নারী উন্নয়নে প্রসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের নতুন ভবন নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ, নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, জানুয়ারি মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন, ডিজিটাল (অনলাইন এবং মাল্টিমিডিয়া) পদ্ধতির মাধ্যমে ক্লাশ গ্রহণ, এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজের প্রভাষকদের 'জ্যেষ্ঠ প্রভাষক'/ 'সহকারী অধ্যাপক' পদে পদোন্নতির লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন প্রণয়ন, শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও অন্যান্য গবেষণা পরিচালনা, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সভা-কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

- নারী ও পুরুষের জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন গবেষণাগার, ইনোভেশন ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের উপর গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে কোঅপারেশন ও কোলাবোরেশন বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিজিটাল গ্রন্থাগার সুবিধার সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইন ক্লাস আয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে কোঅপারেশন ও কোলাবোরেশন বৃদ্ধি, অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ২০২১-২০২২ প্রণয়ন বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ;

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় গবেষণাকে উৎসাহিতকরণের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুর উপর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচ্চতর গবেষণা, ব্যানবেইসকে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা তথ্যের কেন্দ্র (National Information Centre for Education) এবং Knowledge Repository হিসেবে শক্তিশালীকরণ, ডিজিটাল লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টেশন সেবা প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

- শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুর উপর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশকরণ, মাধ্যমিক ও

উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কর্মচারিদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

- শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন ভবন নির্মান ও সম্প্রসারণ, নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি কলেজ সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত ও সংস্কার, নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য টয়লেট নির্মাণ, প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‌্যাম্প তৈরি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান, উপবৃত্তি বাস্তবায়ন, এপিএ বাস্তবায়ন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ইনোভেশন ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান, উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এমফিল ও পিএইচডি ফেলোশিপ প্রদান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

- **মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন:** মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালনা, বেইজলাইন সার্ভে, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মডেল বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন অন্যতম কাজ। গবেষণা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণে দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে নারীদের ক্ষমতায়ন ও শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশাধিকার বাড়বে ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে তাতে সামগ্রিকভাবে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। পেশাগত ডিগ্রী কোর্সে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে নারীর যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । উৎপাদনশীল বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে নারীদের আয় ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে;

- **সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন:** বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল এবং কলেজ) নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবন মেরামত ও সংস্কার এবং অনগ্রসর এলাকায় নতুন ভবন স্থাপন শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখবে। বিগত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ছাত্রীদের আবাসনের জন্য সরকারি কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ, টয়লেট এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‌্যাম্প নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান রয়েছে যা নারীবান্ধব কর্ম ও শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

- **মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান:** ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি বাবদ আর্থিক সহায়তায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করছে, যা পরবর্তীতে তাদের শ্রমবাজারে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সহায়তা করবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে; এবং

- **নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়ন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ:** সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি পেশাগত ও উচ্চতর শিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সুযোগ প্রদান করে বিশেষায়িত উৎপাদনশীল জনশক্তি তৈরি, জীবন সাশ্রয়ী উদ্ভাবন এবং বেকার সমস্যা হ্রাস করা যাবে। বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেলে তা নারীর সক্ষমতা, আত্মনির্ভরশীলতাসহ ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করবে।

৬.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

৬.১ বিভাগের/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:

সারণি-১: বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান

দপ্তর/অধিদপ্তর	কর্মকর্তা ২০২০-২০২১		কর্মকর্তা ২০২১-২০২২		কর্মচারী ২০২০-২০২১		কর্মচারী ২০২১-২০২২	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
প্রশাসন								
সচিবালয়	৮০.৩৯	১৯.৬১	৮০.৯০	১৯.০০	৮০.৫৫	১৯.৪৫	৮১.৬৩	১৮.৩৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা								
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	৫৬.৩৩	৪৩.৬৭	৫৮.০৩	৪১.৯৭	৮৬.৬৭	১৩.৩৩	৮৬.৬৭	১৩.৩৩
আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিসসমূহ	৬৫.৭৯	৩৪.২১	৬৪.৮৬	৩৫.১৪	৭৩.৫৫	২৬.৪৫	৭৪.১৭	২৫.৮৩
জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ	৭৭.৩২	২২.৬৮	৭৮.২১	২১.৭৯	৭৭.৫৬	২২.৪৪	৭৭.৬৩	২২.৩৭
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসমূহ	৮৮.২৪	১১.৭৬	৮৮.১০	১১.৯০	৮৮.৫১	১১.৪৯	৮৮.৫৮	১১.৪২
সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ	৬০.৬৭	৩৯.৩৩	৬০.৬৭	৩৯.৩৩	৮৬.৪৫	১৩.৫৫	৮৬.৪৫	১৩.৫৫
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	৬৪.৯২	৩৫.০৮	৬৯.২৭	৩০.৭৩	৬৯.৬০	৩০.৪০	৬৯.৩৭	৩০.৬৩
সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহ	৭৬.৮২	২৩.১৮	৭৬.৮৩	২৩.১৭	৭৬.২৫	২৩.৭৫	৬০.৯১	৩৯.০৯
সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ	৭১.৪০	২৮.৬০	৭০.৭৫	২৯.২৫	৮১.৭৪	১৮.২৬	৭৭.১৭	২২.৮৩
বেসরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ	৬৯.৬৫	৩০.৩৫	৬৯.৬৫	৩০.৩৫	৭০.৫৮	২৯.৪২	৭০.৫৮	২৯.৪২
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	৫৭.০৬	৪২.৯৪	৫৭.০৬	৪২.৯৪	৭৫.৯২	২৪.০৮	৭৫.৯২	২৪.০৮
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ	৭৩.৮১	২৬.১৯	৭৩.৮১	২৬.১৯	৮০.৮২	১৯.১৮	৮৪.২৯	১৫.৭১
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা								
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	৮১.০২	১৮.৯৮	৮২.০৯	১৭.৯১	৮৯.৬৬	১০.৩৪	৮৯.৫৩	১০.৪৭
বিশ্ববিদ্যালয়সমুহ	৭০.৬৭	২৯.৩৩	৬৭.৯৯	৩২.০১	৭৯.৩০	২০.৭০	৮০.৬৮	১৯.৩২
অন্যান্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান								
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৯২.১৪	৭.৮৬	৯২.০৭	৭.৯৩	৯৩.১০	৬.৯০	৯৫.৩৭	৪.৬৩
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৮৪.৩৮	১৫.৬২	৮৪.৮৫	১৫.১৫	৮১.৫৪	১৮.৪৬	৮০.০০	২০.০০
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডমৌ (নায়েম)	৭০.৩১	২৯.৬৯	৭৩.৩৩	২৬.৬৬	৮৬.২১	১৩.৭৯	৮৫.৩৬	১৪.৬৩
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	৮৫.৭১	১৪.২৯	৮৩.৫২	১৬.৪৮	৮৯.৭৭	১০.২৩	৮৯.৩৬	১০.৬৪
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন	৩০.০০	৭০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৮৫.৭১	১৪.২৯	৮৫.৭১	১৪.২৯

দপ্তর/অধিদপ্তর	কর্মকর্তা		কর্মকর্তা		কর্মচারী		কর্মচারী	
	২০২০-২০২১		২০২১-২০২২		২০২০-২০২১		২০২১-২০২২	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	৮১.৫৮	১৮.৪২	৮১.১৬	১৮.৮৪	৯১.২৩	৮.৭৭	৮৮.৩১	১১.৬৯
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	৭০.০০	৩০.০০	৬৬.৬৬	৩৩.৩৪	৯০.৯১	৯.০৯	৯১.৩০	৮.৭০
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	৭১.৪৩	২৮.৫৭	৬১.১১	৩৮.০৯	৮৮.২৪	১১.৭৬	৮৪.৬২	১৫.৩৮
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল	১০০.০০	০.০০	৯৫.০০	৫.০০	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০
মোট	৭৩.০৩	২৬.৯৭	৭৩.৩০	২৬.৬৬	৮৩.৬৫	১৬.৩৫	৮২.৭৭	১৭.২৩

সূত্র: বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো(ব্যানবেইস)

সারণি-১ হতে এটা লক্ষণীয় যে, সচিবালয়ে কর্মকর্তা পর্যায়ে ১৯% নারী কর্মরত রয়েছেন, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে। কর্মকর্তা পর্যায়ে বদলিযোগ্য চাকুরি বিধায় এমনটা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মচারি পর্যায়ে ১৮.৩৭% নারী কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন। বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে কর্মকর্তা পর্যায়ে এবং বেসরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহে কর্মচারি পর্যায়ে নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি। সাধারণভাবে এ বিভাগের অধীন দপ্তর সংস্থায় নারীর সংখ্যা পূরুষের তুলনায় ৭৫:২৫ এর মত। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনে মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা মাত্র ৫% এবং কোন মহিলা কর্মচারি নেই।

৬.২.১ সেবা প্রদানে নারীর ভূমিকা (নারী ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত) প্রদর্শনে নিম্নের সারণীতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেবা প্রদানে নারীর ভূমিকা বর্ণনায় নারী ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকার সংখ্যা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অধিক। উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাতে তেমন পার্থক্য নেই।

সারণি-২: শিক্ষার স্তর ও ধরন অনুযায়ী পুরুষ ও নারী শিক্ষক

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর	পুরুষ		মহিলা		মোট শিক্ষক সংখ্যা
	শিক্ষক সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষক সংখ্যা	শতকরা হার	
স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা	১৬২৫৭১	৭২.০৭	৬৩০১৩	২৭.৯৩	২২৫৫৮৪
ইংরেজি মাধ্যম স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা	২৫০৫	৩২.৩৯	৫২২৯	৬৭.৬১	৭৭৩৪
স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা	৩০৫২৪	৬৬.৬৫	১৫২৭১	৩৩.৩৫	৪৫৭৯৫
কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা	৮০৬৯৯	৭৩.৫২	২৯০৬৮	২৬.৪৮	১০৯৭৬৭
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	২২৮২৫	৭১.৮৯	৮৯২৭	২৮.১১	৩১৭৫২

সূত্র: বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

৬.২.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২২ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বক্স-১

- স্কুল পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ৯০,১৬,৭৭৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৪৯,৬৫,৪৫৮ জন (৫৫.০৭%);
- কলেজ পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ৫৭,৬৮,০৩৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ২৯৪২৬৭৯ জন (৫১.০২%);

- শিক্ষক প্রশিক্ষণে মোট ৩২১৯৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৭৯০ জন (৪৫.৯৪%);
- পেশাগত শিক্ষায় মোট ১৭৮৯২৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০১৮০২ জন (৫৬.৯০%) নারী শিক্ষার্থী;
- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মোট ১১৭২৯০১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৪১২৭৮৯ (৩৫.১৯%)।

সূত্র: বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

৬.২.৩ পর্যালোচনায় দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় বেড়েছে। ১৯৯৫ সালে যেখানে মেয়েদের ভর্তির হার ছিল ৪৬.৯ শতাংশ সেখানে ২০২২ সালে তা বেড়ে ৫৫.০৭% শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জেন্ডার ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। মেয়েদের ভর্তির হার এ ক্ষেত্রে প্রায় ৫১.০২ শতাংশ। উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভর্তির হার অধিক। শিক্ষক প্রশিক্ষণে (৪৫.৯৪%) ও পেশাদারী পর্যায়ে (৫৬.৯০%)। নারীদের এনরোলমেন্ট এর হার সন্তোষজনক, তবে উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তির হার মাত্র ৩৫.১৯%। ভবিষ্যতে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারীদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.৩ বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩			সংশোধিত ২০২১-২২			বাজেট ২০২১-২২			প্রকৃত ২০২০-২১		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৬৭৮০৬৪	২২৯৮১৬	৩৩.৮৯	৫৯৩৫০০	২০৩৭৫১	৩৪.৩৩	৬০৩৬৮১	১৯৮৫৮৭	৩২.৯	৪৬০১৬০	১৫১৩৭৪	৩২.৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৩৯৯৬১.৪১	১৭৮৭৭.১৪	৪৪.৭৪	৩২৪১২.০৫	১৪৪৭০.৮১	৪৪.৬৫	৩৬৪৮৫.৬	১৫২১৯.৭৪	৪১.৭১	২৯৬১৪.৫১	১০৮৩৬.০৩	৩৬.৫৯
উন্নয়ন বাজেট	১৬৬০০.৫৪	৬৬৭৯.৮৭	৪০.২৪	১০৬৫৯.৭৩	৩৯২৬.৭১	৩৬.৮৪	১৪৩১৯.৫১	৪৯৯০.৬২	৩৪.৮৫	১০৩৩৪.২	৩৮২৯.৫৫	৩৭.০৬
পরিচালন বাজেট	২৩৩৬০.৮৭	১১১৯৭.২৭	৪৭.৯৩	২১৭৫২.৩২	১০৫৪৪.১	৪৮.৪৭	২২১৬৬.০৯	১০২২৯.১২	৪৬.১৫	১৯২৮০.৩	৭০০৬.৪৮	৩৬.৩৪

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন

নির্দেশক	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫
মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত	অনুপাত	৪৫.৮০:৫৪.২০	৪৫.২০:৫৪.৮	৪৭:৫৩
উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার	%	১৯.৭২	২০.৪৮	২০.৩২

৮.০ বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

৮.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
১	ছাত্রীদের আবাসনের জন্য সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ১৫০টি হোস্টেল নির্মাণ	১০৭টি
২	ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ১৫,০০০টি টয়লেট নির্মাণ	১২,৫৮৯টি
৩	প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩০০০টি র‌্যাম্প নির্মাণ	২৯৮৫টি

৮.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

- ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)'' লক্ষ্যমাত্রায় বর্ণিত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীর স্কুলে ভর্তির অনুপাত ২০১৫ সালের পূর্বে কাম্য অনুপাত ১:১ ছাড়িয়ে ১:১.১২ -এ দাঁড়িয়েছে। ২০২২ শিক্ষাবর্ষে স্কুলসমূহে ভর্তিকৃত মোট ৯০,১৬,৭৭৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৪৯,৬৫,৪৫৮ জন (৫৫.০৭%)।

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শুরু থেকেই শিক্ষক ও কর্মচারিদের বেতন ভাতা নতুন স্কেলে প্রদান করা হচ্ছে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরি ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ সুফল নারী শিক্ষকগণ ভোগ করছে।

- ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) ইবতেদায়ী, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল স্তরের ২৪,৭১,৫৫,২০২ কপি এবং ব্রেইল বই ৮,০৫৪ কপিসহ মোট ২৪,৭১,৬৩,২৫৬ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার অর্ধেকাংশের বেশি ছাত্রী এ সুবিধা পেয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,২০,১২,৩২৮ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ৬১৩৯.৫৪৮ কোটি উপবৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭৫% ছাত্রী। এছাড়াও, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় "Improving Access and Retention Through Harmonized Stipend Program" শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যহারে উপবৃত্তি/মেধাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

- স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড এর মাধ্যমে বিগত তিন অর্থবছর এ পর্যন্ত ৫২,২২২ জন স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪৫,৬৯,৬১,৯৬০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রী ৭৫%। এর ফলে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে এবং এ পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

- নারীদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রামে Asian University for Women শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

- সরকার বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার, নার্স ও বেকারদের জন্য আররি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও মালয় ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশের ৬টি বিভাগে ১১টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে। এর ফলে নারীদের কর্মসংস্থান দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও অনেক বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য, হংকং, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের শ্রমবাজারে সেবাধর্মী কাজে নারীর অধিক হারে প্রবেশ ঘটছে।

- দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি-আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে উপবৃত্তি-আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,২০,১২,৩২৮ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ৬১৩৯.৫৪৮ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মেধাবৃত্তির আওতায় প্রতিবছর ১,৮৭,৩৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার (৬ষ্ঠ-১০ম) ২০২০-২১ অর্থবছরের (৩৪.৩১%) তুলনায় কমে ২০২১-২২ অর্থবছরে

৩৩.৪৮% হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ২০২০-২১ অর্থবছরের (১৯.৯১%) তুলনায় কমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯.৮২% হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে 'স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান' শীর্ষক প্রকল্প, উচ্চ শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের আরো আকৃষ্ট করার জন্য স্নাতক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে বিগত ০৩ অর্থবছরে মোট ৬,৫২,২২২ জন স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪৫,৬৯৬১,৯৬০.০০ (তিনশত পঁয়তাল্লিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শত ষাট টাকা) উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ, ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ৮৩৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৫২,৫১০০০ (বায়ান্ন লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা ভর্তি সহায়তা বিতরণ, ১৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৬,৬০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ ষাট হাজার) টাকা চিকিৎসা অনুদান বিতরণ এবং উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা কোর্সের ৪০ জন্য গবেষকের মাঝে ৩৬,৯০,০০০.০০ (ছত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় "Improving Access and Retention Through Harmonized Stipend Program" শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৮.৩ **নারী উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি পর্যালোচনা :** উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প এর আওতায় সারাদেশে ১১শ-১২শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৪০% ছাত্রী ও ১০% ছাত্রকে উপবৃত্তি, বই ক্রয়, ফরম পূরণ ও টিউশন ফি এর অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে Electronic Funds Transfer (EFT) এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। EFT-এর মাধ্যে শিক্ষার্থীদের ব্যাংক একাউন্টে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানে যেতে হয় না। শিক্ষার্থী যে কোন সময় তার ব্যাংক একাউন্ট হতে উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলন করতে পারে। সরাসরি শিক্ষার্থীর একাউন্টে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তিতে অসাদুপায় অবলম্বনের সুযোগ থাকে না। ব্যাংক একাউন্টে টাকা গচ্ছিত রাখা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে ওঠে ও দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানমুখী হয়েছে; গরীব নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৮.৪ **মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নারীর জীবনমান :** নারী উন্নয়নের জন্য সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ১২৫৮৯টি টয়লেট এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২৯৮৫টি র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং নারী শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)-এর আওতায় 'Improving Quality and Relevance of Curriculum. Adolescent Students Program' গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৫ **মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা:**

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) প্রোগ্রামের আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটি-ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য ৭১০টি আইসিটি লার্নিং সেন্টার (আইএলসি) স্থাপন করা হয়েছে। এ আইএলসিসমূহের নিজস্ব সার্ভার ব্যবস্থাপনা ও ই-লার্নিং মডিউল রয়েছে। এ আইএলসি সিষ্টেম ব্যবহার করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমের পাশাপাশি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, মাইক্রোসফ্ট

অফিস, ডাটাবেস, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি, ভিডিও ক্লিপ সম্পাদনা, ওয়েব-সাইট ব্রাউজিং ইত্যাদি'র মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

আই এল সি এর মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার আওতাধীন 'বুড়িচং পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়'-এর নবম শ্রেণির ০৯ জন নারী শিক্ষার্থী ড্যাফেডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত National Girls Programming Competition 2019 এ অংশগ্রহণ করে। এ বিদ্যালয়টি কুমিল্লা শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরবর্তী এলাকায় (Remote area) এবং রাজধানী ঢাকা থেকে ১১৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ বিদ্যালয়ের উক্ত শিক্ষার্থীরা সেসিপের আওতায় স্থাপিত আইএলসি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বর্ণিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে আফরোজা আক্তার মীম-এর সাফল্য প্রণিধানযোগ্য।

মীম গ্রামের একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। বুড়িচং আনন্দ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন আইএলসিতে মীমের প্রথম কম্পিউটার শিক্ষায় হাতেখড়ি হয়। মীম প্রথম থেকেই আইসিটি শিক্ষকের সহযোগিতায় আইএলসি ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তির এক নতুন যুগে প্রবেশ করে এবং এপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো শিখতে থাকে। বরাবরই সে কম্পিউটারের প্রতি আগ্রহী ছিল। ২০১৮-২০১৯ সালে মীমকে শিখানো হয় কম্পিউটারের আরেক নতুন জগত কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। সে C^{++} এ কোডিং করা শিখে। প্রোগ্রামিং এ তার আগ্রহ ধীরে ধীরে তীব্র হতে থাকে। মীম-এর বাড়িতে আইসিটি শিক্ষার উপকরণ না থাকায় প্রধান শিক্ষককের সহযোগিতায় সে ছুটির দিনেও আইএলসিতে প্রোগ্রামিং অনুশীলন করতো। জাতীয় নারী প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০১৯, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে মাধ্যমিক পর্যায়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বুড়িচং আনন্দ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নারী শিক্ষার্থীদের ৩টি দল এ প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়। আফরোজা আক্তার মীম একটি দলের নেতৃত্ব দেয়। মীম-এর দল ঐ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ দল। দেশের স্বনামধন্য বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এরকম একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় সাফল্য। প্রত্যন্ত এলাকার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় পর্যায়ের এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিচারক ও অতিথিগণ তাদের প্রসংশা করেন। এ প্রসংশা তাকে খুবই অনুপ্রাণিত করে। মীম ভবিষ্যতে আইসিটি নির্ভর পড়াশোনার মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশকে সমৃদ্ধকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে চায়।

৯.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ

- ধর্মীয় আইনের অপব্যবহার, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তার অভাব, নারী নির্যাতন, যৌতুক, ধর্ষণ, নারী পাচার, মেয়ে শিশু অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক বাধা ও অন্যান্য

নারী নির্যাতনমূলক ঘটনা অনেকটা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ সকল বিরাজমান সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে;

- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি চাকুরিতে কোটা প্রবর্তন করা হলেও এখন পর্যন্ত সরকারের নীতি নির্ধারণী পদে নারীর অংশগ্রহণ প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ এবং মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা সত্ত্বেও নিয়োগকালে মফস্বল এলাকায় সর্বদা যোগ্যতাসম্পন্ন নারী প্রার্থী পাওয়া যায় না;
- দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে;
- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা চলাচলরত রাস্তায়, প্রতিষ্ঠানের গেটের সামনে, পাড়া-মহল্লায় এবং যানবাহনে বিভিন্নভাবে শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। যখন একটি কন্যা শিশু মানসিকভাবে অল্প বয়স থেকে নির্যাতনের শিকার হয়, তার সে অভিজ্ঞতা বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে থাকে;
- বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের হার অনেকটা কমে আসলেও এখনো পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি। বাল্য বিবাহের ফলে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ছাত্রদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা সন্তোষজনক হলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রী সংখ্যার চিত্র হতাশাব্যঞ্জক;
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত: সহশিক্ষা (Co-education) প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন ও পানীয় জল, কমনরুম, আবাসন সুবিধা ইত্যাদি না থাকায় মেয়েরা সে সকল স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী হয় না। অবিবাহিত কর্মজীবী মহিলাদের ক্ষেত্রে মফস্বল এলাকায় পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা না থাকায় সে সকল এলাকায় পদায়ন করা হলে চাকুরিতে আগ্রহী হয় না;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আবাসন ও স্যানিটেশন সুবিধার অভাব; বিশেষ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আবাসন সংকট প্রকট;
- অশিক্ষিত এবং গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী পিতা-মাতার মধ্যে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে বৈষম্য করা এবং ছেলেকে স্কুলে পাঠানো এবং মেয়েকে বাড়ির কাজে নিয়োজিত করার প্রবণতা; এবং
- দেশে ও বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরা সমান সুযোগের অভাবে সংখ্যা ও গুণগত উভয় দিক থেকেই পিছিয়ে আছে।

১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার বর্তমানে শতকরা প্রায় ৫৫.০৭% ভাগ। বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে ছাত্রদের ভর্তির হার বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন;
- উচ্চ শিক্ষায় বিদ্যমান হারে মেয়েদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে মেয়েদের বিভিন্ন চাকরি বাজারে প্রবেশ ঘটবে বলে ধরে নেয়া যায়। সে বিষয়টি নজরে রেখে ভবিষ্যৎ নীতি কৌশল প্রণয়নের সময় মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য চাকরির কোটা সংরক্ষণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।;

- জনমিতিক সম্ভাবনাকে যথার্থ লভ্যাংশে রূপান্তর করার জন্য দুটি কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। তা হচ্ছে, মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি দ্রুত বিস্তার করা এবং কর্মশক্তি, বিশেষ করে নারী কর্মশক্তির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অধিক সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এছাড়াও, সকল ধরনের শিক্ষায় লৈঙ্গিক-ব্যবধান নির্মূল করা, ভোকেশনাল শিক্ষা ও দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে লৈঙ্গিক-ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং ক্রমান্বয়ে এ ব্যবধান পুরোপুরি নির্মুল করা;

- দেশীয়, বিশ্ববাজার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

- উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা আনয়ন করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের কোটা বৃদ্ধি, উদার শিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থায়ন প্যাকেজের প্রচলন এই দূরত্ব কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে।